দৈনিক ইনকিলাব

54

তারিখ MAR. 09 2000
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বর্তমানে উন্নয়নকামী বাংলাদেশের জন্য অন্যতম একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য আমাদের প্রয়োজন শিক্ষার মানের অবনতির জন্য দায়ী কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং পর্যায়ক্রমে সমাধানে সচেষ্ট হওয়া। এখন দেখা যাক কারণগুলো কি এবং সমাধানই বা কি?

বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বাস্তব জীবনের কোন সামঞ্জস্য না থাকায় ছাত্ররা পাঠে কোন আনন্দ পায় না। একজন সচেতন, কর্মক্ষম, নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার কোন উপকরণ বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। এর জন্য গ্রহণ করতে হবে সুদুর প্রসারী বাস্তব কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষার্থীর মৌলিক জ্ঞান লাভে সীমাহীন অজ্ঞতা। শিক্ষার মৌলিক বিষয় হারিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক জগাখিচুড়ি অবস্থা হয়ে শিক্ষার ভিত্তি একেবারে নড়বড়ে হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল আধুনিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে অতীতের অব্যর্থ পদ্ধতিগুলোর সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে এবং বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির কিছু রদবদল করে নতুন ধাঁচে ঢেলে শিক্ষার ভিত্তি পুনঃ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব। এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণী কক্ষে প্রয়োজনের তুলনায় আসবাবপত্র অতি নগণ্য এবং শিক্ষা উপকরণ নেই বললেই চলে। ফলে সুষ্ঠ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ এবং আসবাবপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব। বিশেষ করে ইংরেজী ও গণিত শিক্ষক যে হারে অবসর নিচ্ছে সেই হারে নিয়োগ হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা এই সকল বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা পাচ্ছে না। এ জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন।

বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে পড়া-শুনা করার সুষ্ঠ পরিবেশ এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব রয়েছে। অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের ঠিকমত পড়াশুনা করাবার মত আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। যার ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হয় এবং তারা সার্টিফিকেট লাভের আশায় নকলের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের শিক্ষার জন্য আরো অধিক সচেতন হতে হবে এবং শিক্ষাকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের ভেতর নিয়ে আসা প্রয়োজন।

আমরা দেখি অনেক স্কুল, অসদুপায় অবলম্বন করে পাসের নিশ্চয়তা দিয়ে নিম্নমানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে থাকে। যার ফলে পড়াশুনার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থী নকল প্রবণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমাদের উচিত যে সকল স্কুল টাকার বিনিময়ে পাসের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে সেগুলোর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া এবং সাধারণ জনগণের সচেতন হওয়া।

পরীক্ষার হলে কক্ষ পরিদর্শকদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং উদাসীনতা, সর্বোপরি কক্ষ পরিদর্শকদের নিরাপত্তার অভাব ছাত্রদের নকল করার প্রবণতাকে সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষকরা তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে থাকেন এবং পরবর্তীতে দায়িত্ব পালনে তাদের মাঝে উদাসীনতা দেখা যায়। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে তাদের নিরাপত্তা দানে সহায়তা করতে হবে।

অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রের হলগুলোতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত আসন ব্যবস্থা নকল প্রবণতাকে সহায়তা করে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সঠিক আসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভাব। মফস্বল অঞ্চলে কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একই কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একাধিক কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। কেন্দ্রের চারপাশেও উচ্ছৃংখল জনসাধারণের কারণে পরীক্ষার হলে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাই পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে একটা বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির মূলমন্ত্র। নকল প্রবণতা দূর করে উত্তম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। পরীক্ষার হলে নকল ও দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করতে হলে এর কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে ছাত্র সমাজকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং সর্বোপরি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে পরীক্ষার হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে এবং ছাত্র সমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে এই ভয়াবহ জাতীয় সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি।

—সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক,
বুড়িচং আনন্দ পাইলট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়,
বুড়িচং, কুমিল্লা।

ল প্রবণতার কারণ ও প্রতিকার

উন্নয়ন নির্ভর করে একটি সুশিক্ষিত জাতির
শার বর্তমান শিক্ষার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা
াজনক। এখন নকল প্রবণতা একটি জাতীয়
সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বা
পরীক্ষার্থীকে নকল করতে দেখা যায়। ফলে
াবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং কল্যাণকামী মানুষ এর
। অতীতে পরীক্ষার হলে নকল প্রবণতা অতি
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং নকল প্রবণতা ছিল
গোপনে সাধিত হতো। কিন্তু বর্তমানে নকল
াবে চলছে। এটা আমাদের মূল্যবোধের প্রতি
য়েছে। প্রতি বছর পরীক্ষার সময় খবরের
য় হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত। দুর্নীতি
রা পড়লে লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে শিক্ষকদের
া হয়। এমনকি শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে
ধ করে না। পরীক্ষার হলে দুর্নীতির জন্য এই
মনোভাব নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করে। এসবই
ঃপতন ও চরিত্রিক অবক্ষয়ের দিক নির্দেশনা
ক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ সকল
ল কিভাবে আমরা এই ভয়াবহ জাতীয় সমস্যা
পারি।
প্রবণতা এবং এর দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া জনগোষ্ঠী

টিনেজ উইচ #
সিক লাইক মি,
টু গাইজ আ গা
পিৎজা প্রেস এ
রিকভারী,
এলি
#৪/২৪ এপি-
লাভ,
দি অপরা উইন
সিরিজ- দ্য গ্র্যা
এপি-,
দ্য থিসে পিপল
দ্য বোল্ড অ্যান্ড
বিউটিফুল #২
মার্টিন শর্ট শো
দ্য নিউ ডাক্কে
সিনসিনেটি,
হ্যাপি ডেজ
হলিউড স্কয়ার,
হোম ইমপ্রুভমে
ষ্টার নিউজ এশি
ফ্রেন্ডস এপি- দি
আফটার দ্য সু
পার্ট-২
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড
ভিডিও,
সিরিজঃ
রেস্কার এ
গ্রাউন্ড,
সিরিজঃ
এপি-
ফ্রেন্ডস